সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

مکمل ومدلل مسائل سفر-এর অনুবাদ

সফরের প্রামাণ্য মাসাইল

মাওলানা মুহাম্মাদ রাফআত কাসেমী

অনুবাদ
মাওলানা হামদুল্লাহ লাবীব

সম্পাদনা
মাওলানা সৈয়দ আবদুল্লাহিল কাইয়ুম

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

ইসলামী জীবন | সফরের প্রামাণ্য মাসাইল

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২০ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : যিলহজ ১৪৪১ / আগস্ট ২০২০
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ

ISBN : 978-984-94929-0-0

মূল্য : ৳ ৩০০.০০ (তিন শত টাকা মাত্র)

USD 12.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

'সফর' শব্দটি বাংলায় ব্যবহৃত হলেও মূলত এটি আরবি শব্দ। ভ্রমণ আর সফর একই, তবে ব্যবহার ও মূল্যবোধে তারতম্য রয়েছে। কোনো মুসলিম যখন কোথাও সফর করেন, তখন তার অনেক বাধ্য-বাধকতা থাকে। শরীয়তের সীমা-পরিসীমা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতে হয়। বিশেষ করে নামায নিয়েই বেশি সমস্যা হয়। এ প্রসঙ্গে হজ, রোযা ও অন্যান্য অবস্থায় সফরের বিধি-বিধান জানাও আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর সফরে শরীয়তের বিধি-বিধানে অবহেলা করার সুযোগ নেই। এ কারণে এ বিষয়ে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ খুবই প্রয়োজন ছিল। দারুল উলুম দেওবন্দের সুযোগ্য উস্তাদ মাওলানা মুহাম্মাদ রাফআত কাসেমি দামাত বারাকাতুহুম এই কাজটি অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন। তিনি এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন—مکمل و مدلل مسائل سفر। এ গ্রন্থেরই বাংলা অনুবাদ *সফরের প্রমাণ্য মাসাইল*।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন এ সময়ের প্রতিভাবান ও প্রতিশ্রুতিশীল অনুবাদক ও লেখক মাওলানা হামদুল্লাহ লাবীব। ইতোমধ্যে মাকতাবাতুল ফুরকান থেকে তার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—*দুআ যদি পেতে চাও*। সমসাময়িক প্রয়োজন ও গুরুত্বের বিচারে *সফরের প্রমাণ্য মাসাইল* একটি অনবদ্য সংকলন। সব ধরনের যানবাহন ও প্রতিকূলতা বিবেচনা করে এ গ্রন্থে সফরের প্রয়োজনীয় প্রায় সব মাসআলাই আলোচিত হয়েছে। সাবলীল ভাষা ও বিষয়বস্তুর সহজবোধ্য উপস্থাপন এ গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আশা করা যায়, সকল শ্রেণির পাঠকই এ গ্রন্থ থেকে দারুনভাবে উপকৃত হবেন।

উল্লেখ্য, গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
মাকতাবাতুল ফুরকান
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা

১৮ আগস্ট ২০২০

অনুবাদকের কথা

সফর শব্দটি যতটা না পরিচিত, সফরের শরয়ী বিধি-বিধান সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা তার হাজার গুণ। প্রায়ই আমাদের সফরে বের হতে হয়—দূরের বা কাছের কোনো সফরে। দেশে বিদেশে। বিচিত্র সব কাজ নিয়ে সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ কোনো সফরে থাকতে হয়। তাছাড়া অনেকের জীবনের বড় একটি অংশই কেটে যায় সফরে। এসব সফরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইসলামের হুকুম আহকাম ও নির্দেশনাগুলো অধিকাংশ মানুষই জানেন না। সফরে নামায কখন কসর আদায় করতে হবে, আর কখন পূর্ণ নামায আদায় করা আবশ্যক; কতটুক দূরত্বের সফরে কসর আদায় করতে হয়, কখন থেকে কসর আদায়ের হুকুম শুরু হয়, প্রাইভেটকার, বাস, ট্রেন, লঞ্চ, জাহাজ এবং প্লেনে নামায আদায়ের সঠিক পদ্ধতি কি? প্লেনে একাধিকবার সূর্য দেখা গেলে সেক্ষেত্রে নামায ও রোযার কি হুকুম হবে? *সফরের প্রামাণ্য মাসাইল* গ্রন্থটিতে এগুলোর সমাধানসহ সফর সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় প্রায় সকল মাসাইল সন্নিবেশিত হয়েছে।

মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত। লেখক মাওলানা মুহাম্মাদ রাফআত কাসেমি দারুল উলুম দেওবন্দের উস্তাদ। সঙ্গতকারণেই এ বইয়ের বিভিন্ন মাসআলার প্রেক্ষাপট ভিনদেশী অনেক শহরের নাম নিয়ে লেখা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তাই কোনো কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে মনে হতে পারে, এটা পড়ে আমার লাভ কি? এ তো আমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না। তবে একটু মনোযোগী পাঠে আপনার সমস্যার সমাধানটিও ওই মাসআলাগুলো থেকে খুঁজে নিতে পারবেন বলে বিশ্বাস করি, ইনশাআল্লাহ।

আধুনিক ইসলামী সাহিত্য ও কিতাবাদির অন্যতম পথিকৃত *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে প্রকাশিত এটি আমার দ্বিতীয় গ্রন্থ। আমি এই প্রকাশনার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি। আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ, মূল বইটির মতো অনূদিত বইটিও কবুল করে নিন। গ্রন্থটি পাঠকের হাত পর্যন্ত পৌঁছতে যারা এর পেছনে শ্রম দিয়েছেন, সবার জন্য একে 'আবে কাওসার' পানের উসিলা বানান। আমীন।

হামদুল্লাহ লাবীব
ঢাকা
০৮-১১-১৪৪১ হি.

সংকলকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। অধম দ্বীনের ধারাবাহিক যে খেদমতের সূচনা করেছিল, তার সংখ্যা দশের কোঠা ছুঁয়েছে। 'তিলকা আশারাতুন কামিলাহ'—এই হল পূর্ণ দশ। এখন *মুকাম্মাল ওয়া মুদাল্লাল মাসাইলে সফর* (*সফরের প্রামাণ্য মাসাইল*) পাঠক আপনার হাতে—যা সফরের আদব, সফরের প্রকার, ওয়াতান বা ঠিকানার পরিচিতি ও তার প্রকার, কোথা হতে মুসাফির ধরা হবে, ট্রেন, প্লেন, জাহাজ, লঞ্চ, বাস, ট্রাক, কার, ঘোড়া ও ম হিষের গাড়ীর সফর সম্পর্কিত মাসাইল; এমনকি সফরে পানি না পাওয়ার ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করার মাসাইল এবং মোজার ওপর মাসাহ সংক্রান্ত জরুরি মাসাইল; সফরে দিন ছোট-বড় হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নামায ও রোযার মাসাইল এবং হজ সংক্রান্ত মাসাইল; সফরে ইমামতি এবং কসর নামায সম্পর্কিত মাসাইল; মোটকথা সফরে রওয়ানা হওয়া থেকে শুরু করে ফিরে আসা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় আনুমানিক ছয় শত মাসাইলের সংকলন এটি।

এ কাজটি রাব্বুল আলামিনের বিশেষ তাওফিক এবং দারুল উলুম দেওবন্দের বরকতে সম্ভব হয়েছে। আর না হয় বিভিন্ন ব্যস্ততা সত্ত্বেও এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হওয়া সত্যিই কল্পনাতীত ছিল। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার দয়া এই যে, অধমের এ কাজগুলো বিশেষ কোনো প্রচারণা ছাড়াই দেশে-বিদেশে, সাধারণ ও বিশেষ মহলে বেশ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করছে। সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

নিঃসন্দেহে ইলম এবং দ্বীনের এ খেদমত আঞ্জাম দিতে পেরে আমি শত বার গর্বিত। সাথে সাথে দারুল উলুম দেওবন্দের কর্তৃপক্ষও জেনে আনন্দিত হবেন, দারুল উলুমের একজন নগণ্য খাদেমের দ্বারাও এমন মূল্যবান কাজ হচ্ছে। আর এর দ্বারা মুসলিম জনসাধারণও অবগত হল যে, দারুল উলুমের সন্তানগণ জীবনের প্রতিটি শাখায় কি কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এবং উম্মতের রাহনুমায়ীর দায়িত্ব কিভাবে আঞ্জাম দিয়েছে। হে আল্লাহ, একমাত্র আপনার দয়া ও অনুগ্রহে এ কাজটিকেও সংকলকের জন্য আখেরাতের পাথেয় হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ রাফআত কাসেমি
শিক্ষক, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত
২৩-২-১৪১৪ হি.

অবতরণিকা

বর্তমানে সফর প্রায় মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে সমস্ত মানুষ লাগামহীন জীবন যাপন করে, তাদের তো শরীয়তের মাসাইল সম্পর্কে কোনো গুরুত্বই নেই। হাজারো সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ঘরে থেকে তারা শরীয়তের ওপর আমল করে না। কিন্তু যাদের কাছে শরীয়তের গুরুত্ব আছে এবং যারা এর বৃত্তের ভেতর থেকে যিন্দেগী যাপন করতে চায়, তাদের কদমে কদমে মাসাইল অনুসন্ধানের প্রয়োজন দেখা দেয়। বিশেষত নামাযের মাসাইল। ট্রেন, বিমান ও অন্যান্য মোটর চালিত গাড়ীতে কিভাবে নামায সঠিক পদ্ধতিতে আদায় করা যাবে, কিভাবে আদায় করা হলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে, কতটুকু দূরত্বে কসরের হুকুম হবে, কতটুকু দূরত্বে কসরের হুকুম হবে না, ইত্যাদি। এমন ব্যক্তিদের জন্য কিতাবের বোঝা সাথে রাখা কঠিন এবং সবখানে সঠিক মাসআলা বলার লোক পাওয়া আরো কঠিন।

আল্লাহ তাআলা দারুল উলুম দেওবন্দের মুদাররিস মাওলানা মুহাম্মাদ রাফআত সাহেব কাসেমিকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। তিনি বক্ষ্যমান কিতাব *মাসাইলে সফর*-এর মধ্যে সফরের প্রয়োজনীয় মাসাইল সংকলন করেছেন। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা মাওলানা সাহেবের ইলমী এবং ফিকহী যোগ্যতার দ্বারা সাধারণ ও বিশিষ্টজনদের বেশি বেশি উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং এ সংকলন তার উভয় জগতের সমৃদ্ধির জন্য কবুল করুন।

হযরত মাওলানা মুফতি মাহমুদ হাসান
ফকিহুল উম্মত, দারুল উলুম দেওবন্দ
১-২-১৪১৫ হি.

সূচিপত্র

- কসর নামায ১৭
- কসর নামায প্রসঙ্গে ইমামদের মতামত ১৮
- কসর সম্পর্কিত আয়াতের ব্যাখ্যা ১৯
- সব ধরণের সফরে কসর আদায় করবে ২০
- কসর আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ২০
- কসরের বিধান কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে ২১
- নবীজী সা.-এর কসর নামায ২২
- গায়রে মুকাল্লিদগণ তিন মাইল দূরত্বের সফরে কসর পড়েন কেন? ২৩
- আল্লাহর দান গ্রহণ করা উচিত ২৩
- কসর সম্পর্কে আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাব ২৪
- পূর্ণ নামায আদায়ের মান্নত করা! ২৫
- সফরের উদ্দেশ্য ২৫
- সফরের প্রকারভেদ ২৬
- জায়েয ও নাজায়েয সফরের হুকুম ২৭
- কোনদিন সফর শুরু করবে ২৭
- সফরের মুস্তাহাব নিয়ম ২৮
- রাতে সফর করার বিধান ২৯
- উম্মতের প্রভাতে বরকতের জন্য নবীজী সা.-এর দুআ ৩০
- সফরের আদব ৩০
- একাকি সফর করতে নিষেধ করার কারণ ৩৪
- সফরসঙ্গীকে আমির নির্ধারণ করা ৩৪
- সফরসঙ্গীর ক্ষেত্রে উত্তম সংখ্যা ৩৫
- সফরসঙ্গী কমপক্ষে কতজন হওয়া উচিত ৩৫
- সফরসঙ্গীদের সাথে রাসূল সা.-এর ব্যবহার ৩৬
- সফরের উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার পর করণীয় ৩৬
- সফর অবস্থায় রাসূল সা.-এর রাতে বিশ্রামের পদ্ধতি ৩৭
- বিদায়ের সময় সালাম করা ৩৮
- মুসাফিরকে বিদায় জানানোর পদ্ধতি ৩৮
- বিদায় জানানোর দুআ ৩৯
- বাহনে আরোহণ করার দুআ ৩৯
- সফরে ভয়-ভীতির সময় পড়ার দুআ ৪২

- সফররত অবস্থায় পড়ার দুআ ৪২
- মুসাফিরের দুআ কবুল হয় ৪৩
- সফরে নবীজী সা. কোন বিষয়গুলো থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন ৪৩
- কোনো লোকালয়ে প্রবেশ করে যে দুআ পড়তে হয় ৪৪
- কোনো স্থানে অবস্থানের সময় যে দুআ পড়তে হয় ৪৪
- কসরের দূরত্বসীমা ৪৫
- কসরের সময়সীমা ৪৬
- বর্তমানকালে কসর আদায়ের জন্য সফরের দূরত্বসীমা ৪৭
- কোন কোন নামাযে কসর করবে ৫০
- সফরের শরয়ী সংজ্ঞা ৫০
- কখন থেকে মুসাফির গণ্য হবে ৫১
- মরুভূমি বা বনাঞ্চলে বসবাসকারীরা কখন মুসাফির হবে ৫৩
- যাযাবরদের নিয়তের হুকুম ৫৩
- বসতির সীমানা বৃদ্ধি হলে করণীয় ৫৪
- এয়ারপোর্ট এবং রেলস্টেশনের বিধান ৫৫
- শরয়ী মুসাফিরের ওপর সফরের পথে কসর ৫৫
- কসরের ক্ষেত্রে কোন রাস্তার দূরত্ব ধর্তব্য ৫৬
- সফরে যাওয়ার পথে কসরের দূরত্ব, ফেরার পথে কসরের দূরত্ব না হলে ৫৬
- একই সময় দুই শহরে মুকিম হওয়ার বিধান ৫৬
- কয়েদির কসর নামায ৫৮
- সেনাবাহিনীর কসর নামায ৫৯
- নৌবাহিনীর সমুদ্রে ট্রেনিংকালীন কসরের হুকুম ৫৯
- মুসাফিরের গৃহের খোঁজ-খবর রাখা ৬২
- সফরসঙ্গীর হক ৬৩
- সফরে বান্দার হকের গুরুত্ব ৬৩
- দারুল হরবে সফরের হুকুম ৬৪
- সফরে নিয়তের বিধান ৬৬
- সফরের নিয়ত শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত ৬৮
- নিয়ত ছাড়া সফরের হুকুম ৬৮
- নামাযে থাকাবস্থায় ইকামতের নিয়ত করা ৬৮
- নামাযের মধ্যে সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর ইকামতের নিয়ত করা ৭০
- আকস্মিক অবস্থানের হুকুম ৭০
- প্রথমে অবস্থানের নিয়ত ছিল, পরে নিয়ত পরিবর্তন হলো ৭১
- শরয়ী সফর নয়, এমন সফরে শরয়ী সফরের নিয়ত করা ৭১

- কসর ওয়াজিব হওয়ার জন্য একটি মূলনীতি ৭২
- কসর নিষিদ্ধ হওয়ার সূরত সমূহ ৭২
- সফর অবস্থায় নামায কাযা করা যাবে কী? ৭৩
- সফরে সময় হওয়ার পূর্বে নামায আদায় করা ৭৪
- সফরের একান্ত প্রয়োজনে এক মিসিলের পর আসরের নামায ৭৪
- সফরে দুই নামায এক সঙ্গে আদায় করা ৭৫
- সফরে তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নামাযের বিধান ৭৬
- কসরের নামাযে দুরূদ শরীফ পড়ার বিধান ৭৬
- সফরে সুন্নত ও নফলের বিধান ৭৬
- সফরে বিতর নামাযের বিধান ৭৬
- সফরে আযান ও ইকামাত ৭৭
- মুসাফিরের জুমা ও তারাবীহ ৭৭
- জুমার আযানের পর মুসাফিরের ক্রয়-বিক্রয় ৭৮
- মুসাফিরের জন্য জানাযার নামায আদায়ের হুকুম ৭৮
- কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা ৭৯
- নামাযের জন্য সফর করা ৭৯
- অনুমতি ছাড়া টয়লেটের টিস্যুর ব্যবহার ৮০
- মুসফিরের জন্য মসজিদের চাটাই ব্যবহার করা ৮০
- ট্রেনের সফরের বিধান ৮১
- টিকেট, ট্যাক্স ও অন্যান্য মাসাইল ৮২
- রেলওয়ের বিবিধ মাসাইল ৮৩
- ট্রেনে নামাযের ভুল পদ্ধতি ৮৬
- ট্রেনে সিটে বসে নামায আদায়ের বিধান ৮৭
- ট্রেনেও কেবলামুখী হওয়া আবশ্যক? ৮৮
- ড্রাইভারের জন্য কসর নামায ৮৯
- ট্রেন কর্মকর্তাদের নামায ৮৯
- ড্রাইভার যদি মালিকের নিয়ত না জানে, তবে? ৯০
- মালামালের ভাড়ার বিধান ৯০
- ট্রেনের পানির বিধান ৯১
- ট্রেনে ফরয গোসল কিভাবে করবে? ৯১
- সামুদ্রিক সফরের দুআ ৯১
- সামুদ্রিক সফরে মুসাফির হবে কখন ৯২
- সামুদ্রিক সফরের বিধি-বিধান ৯২
- প্লেনের সফরের বিধি-বিধান ৯৪
- বন্দরেও কি কসর আদায় করবে? ৯৫
- নোঙর করা জাহাজে কসরের বিধান ৯৫

- প্লেনে নামাযের বিধান ৯৬
- প্লেনে দ্বিতীয়বার সূর্য দেখা গেলে করণীয় ৯৬
- নামায কসর হওয়ার কারণ ৯৭
- জাহাজের কর্মকর্তাদের কসরের বিধান ৯৭
- প্লেনের সফরে দিন ছোট বড় হয়ে গেলে করণীয় ৯৮
- লঞ্চে নামায আদায়ের বিধান ৯৯
- লঞ্চে কিবলার বিধান ১০০
- লঞ্চে ইক্তিদার বিধান ১০১
- পাল্কীতে নামায আদায় ১০২
- নতুন বাহনের দুআ ১০৩
- বাহনজন্তুকে প্রহার করা ১০৩
- মহিষের গাড়িতে নামায আদায় করা ১০৩
- বাহনজন্তুর ওপর নামায আদায়ের বিধান ১০৪
- প্রাইভেটকার ও ট্রাফিক আইন সম্পর্কিত আহকাম ১০৫
- মহিলাদের ওয়াতানে আসলি ১০৬
- সফরে স্ত্রী স্বামীর অনুগামী ১০৭
- সফরে অনুসৃত ও অনুগামী ব্যক্তির আহকাম ১০৭
- নারী একাকী সফর করতে পারবে? ১০৮
- স্ত্রী স্বামীর সফরসঙ্গী হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে পারবে কী? ১০৯
- স্ত্রী সফরে সঙ্গে না যাওয়ায় খরচ দেয়া বন্ধ করা ১০৯
- স্ত্রীদের মাঝে লটারী দেয়া ১১০
- সফরে দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত হলে? ১১০
- দ্বিতীয় স্ত্রী অসুস্থ হয়ে মূল ঠিকানায় চলে গেলে করণীয় ১১০
- স্ত্রীদের মাঝে হাদিয়া সমভাবে বন্টন করা সম্পর্কে ১১১
- মহিলাদের তাবলিগী সফর ১১১
- মহিলাদের হজের সফর ১১২
- মহিলাদের ইদ্দত পালনকালীন সময়ে সফর ১১৩
- মহিলা বাড়ির কাছাকাছি এসে পবিত্র হলো ১১৩
- ঠিকানা তিন প্রকার ১১৪
- ওয়াতানে আসলির আহকাম ১১৫
- ওয়াতানে আসলি অপর ওয়াতানে আসলির দ্বারা বাতিল হয়ে যায় ১১৭
- ওয়াতানে আসলি দুটিও হতে পারে ১১৮
- এক ঠিকানা ছেড়ে অন্য ঠিকানায় চলে গেল ১১৮
- ওয়াতানে ইকামাতের আহকাম ১১৯
- ওয়াতানে একামাত কি একাধিক হতে পারে? ১২০
- ওয়াতানে সুকনার হুকুম ১২১

- সফরে মিলিত দুই লোকালয়ের সীমানা ১২২
- যে অঞ্চল শহরের সাথে মিলিত নয় ১২৩
- পর্যটকের জন্য কসরের হুকুম ১২৪
- সফরের শরয়ী দূরত্ব অতিক্রমের পূর্বেই প্রত্যাবর্তনের হুকুম ১২৫
- গাইরে শরয়ী সফরকে শরয়ী সফরে রূপান্তর করা ১২৬
- চক্রাকারে ভ্রমণের হুকুম ১২৬
- তাবলিগ জামাতের কসর নামায ১২৭
- পিতা পুত্রের, এবং পুত্র পিতার ঠিকানায়? ১২৮
- পৈতৃক সম্পদ আছে যেখানে ১২৮
- বিবাহ হয়েছে যেখানে ১২৯
- একাধিক ওয়াতানে আসলি ১৩০
- জামাতা শশুরালয়ে কখন কসর আদায় করবে? ১৩২
- শ্বশুরালয়ে অবস্থানের হুকুম ১৩২
- স্ত্রীর ওয়াতানে ইকামাতে স্বামীর জন্য বিধান ১৩৩
- সপ্তাহে দুই দিন বাড়িতে অবস্থানকারীর হুকুম ১৩৪
- হোস্টেলে অবস্থানকারীদের জন্য কসরের বিধান ১৩৫
- একটি স্থায়ী ঠিকানা বহাল রেখে দ্বিতীয় আরেকটি স্থায়ী ঠিকানা গ্রহণ করা ১৩৫
- চাকরিস্থলে কসর নামায ১৩৬
- চাকরিস্থল কি ওয়াতানে আসলি? ১৩৭
- আনন্দ ভ্রমনস্থলে কসর নামায ১৩৮
- ব্যবসায়ীর জন্য কসর নামায ১৩৯
- কসর ও পূর্ণ নামায আদায়ের মাঝে সন্দেহ হলে? ১৩৯
- তায়াম্মুমের অর্থ ১৪০
- তায়াম্মুমের জন্য শর্ত ১৪১
- তায়াম্মুম করার পদ্ধতি ১৪২
- তায়াম্মুমে শুধুমাত্র দুটি অঙ্গ মাসাহ করতে হয় কেন? ১৪২
- গোসলের নিয়তে তায়াম্মুম করা ১৪৩
- সফরে তায়াম্মুমের মাসাইল ১৪৪
- তায়াম্মুমের জন্য মাটির টুকরো কতটুকু বড় হতে হবে? ১৪৫
- মসজিদের দেয়ালে তায়াম্মুম করা ১৪৬
- অযু ভঙ্গের কারণ ও জানাবাতের তায়াম্মুম ১৪৬
- মোজার ওপর মাসাহের প্রমাণ ১৪৭
- মোজার ওপর মাসাহের দ্বারা উদ্দেশ্য ১৪৭
- মোজা কেমন হতে হবে? ১৪৮
- মাসাহ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত ১৪৯
- হালাল ও হারাম চামড়ার মোজা ১৪৯

- প্লাস্টিকের মোজার ওপর সুতি মোজা পরা ১৫০
- কাঁচ ও লোহার মোজা ১৫০
- যে ব্যক্তির এক পা ১৫০
- সাধারণ সুতি মোজার ওপর মাসাহের হুকুম ১৫১
- চামড়ার মোজার নিচে সাধারণ মোজার হুকুম ১৫১
- মোজা ধৌত করা ১৫২
- মুসাফির ও মুকিমের জন্য মাসাহের মেয়াদকাল ১৫২
- মোজার কোন অংশে মাসাহ করবে, কীভাবে করবে ১৫৪
- মোজার ওপর মাসাহ কখন নাজায়েয ১৫৭
- ডবল মোজার ওপর মাসাহের হুকুম ১৫৮
- মোজার ওপর মাসাহ কখন বাতিল হয় ১৫৮
- অযু ছাড়া মোজার ওপর মাসাহ করা ১৬১
- মুকিম মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে মুসাফির হয়ে গেল ১৬১
- সফরে রোযার মাসাইল ১৬২
- রোযায় কসর আছে? ১৬৩
- বারো মাস সফরকারীর জন্য রোযা ১৬৪
- নবীজী সা. সফরে রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন? ১৬৫
- রোযা না রাখার জন্য সফর করা ১৬৬
- দোদুল্যমান অবস্থায় রোযা রাখা ১৬৭
- আটচল্লিশ মাইলের কম দূরত্বের সফরের হুকুম ১৬৭
- পথিমধ্যে পনেরো দিন অবস্থানের নিয়তের হুকুম ১৬৭
- সুবহে সাদিকের পর সফর করা ১৬৭
- দুপুরের আগেই বাড়িতে পৌঁছা ১৬৮
- মুসাফিরের জন্য রোযা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি ১৬৮
- রোযাদার মুসাফিরের রোযা ভেঙ্গে ফেলা ১৬৯
- রমাযানে মুসাফিরের নফল রোযা রাখা ১৬৯
- মেহমানের জন্য রোযা ভাঙ্গা ১৭০
- সফরের কারণে রোযা কম-বেশি হওয়া ১৭০
- সফরে ছুটে যাওয়া রোযার হুকুম ১৭১
- মুসাফির কি রোযা রাখার পরিবর্তে ফিদয়া দিতে পারবে? ১৭২
- রমাযানে মুসাফিরের ইন্তেকাল ১৭২
- মুসাফির ঈদ কোন দিন করবে ১৭৩
- জাহাজ ও ট্রেনে ঈদের নামায ১৭৩
- হজের সফরে বের হওয়ার সময় পড়ার দুআ ১৭৪
- ঋতুবতী ও নাবালেগ অবস্থায় হজের সফর ১৭৫
- হজের সফরে নিজ পেশা গ্রহণ করা ১৭৮

- হজের সফরের পথে কসর ১৭৯
- হজের পূর্বে মক্কায় গমনকারীর হুকুম ১৭৯
- মদীনায় কি কসর আদায় করবে? ১৭৯
- মিনাতে কেন কসর আদায় করবে? ১৮০
- হেলিকপ্টারে করে তাওয়াফ করা ১৮১
- মুসাফির হাজীর কুরবানি ১৮১
- সফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার ফযিলত ১৮২
- পানির সফরে ইন্তেকাল করা ১৮৩
- মৃত মুসাফিরের জন্য চাঁদাকৃত অবশিষ্ট অর্থের হুকুম ১৮৩
- হজের সফরে ইন্তেকাল করা ১৮৪
- হজের সফরে ইন্তেকালকারীর হজ ১৮৪
- সফরে ইন্তেকাল হলে কে গোসল দেবে? ১৮৫
- মুসাফিরের যাকাত গ্রহণ ১৮৫
- স্ত্রী ঘরে রেখে ইলমের জন্য সফর করা ১৮৬
- সফরে ইচ্ছাকৃত কসর না করার হুকুম ১৮৬
- হানাফী মুসাফিরের জন্য শাফিয়ী মাযহাবের ওপর আমল করা ১৮৭
- মুসাফিরের ইমামতি ১৮৭
- মুসাফির ইমামের পেছনে জামাতের সাওয়াব হবে? ১৮৮
- মুসাফির মুকিমের ইক্তিদা করা ১৮৮
- মুকিম মুসাফিরের ইক্তিদা করা ১৮৯
- মুকিম ইমামের পেছনে মুসাফিরের নিয়ত ১৮৯
- মুসাফির ভুলক্রমে চার রাকাতের নিয়ত করল ১৯০
- মুসাফির ইমাম ও মুকিম মুক্তাদির নিয়তের হুকুম ১৯০
- ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ে মুসাফির ১৯১
- মুসাফির মুক্তাদি ইমাম সাহেবকে মুকিম মনে করল ১৯১
- মুকিম ইমামের পেছনে মুসাফিরের নামায ১৯২
- মুসাফিরের অযু বিহীন নামায আদায় ১৯৩
- মুসাফির দুরাকাত পর সালাম ফিরিয়ে ফেলল ১৯৪
- মুসাফির ইমাম চার রাকাত পড়ালে করণীয় ১৯৪
- মুসাফির ভুলক্রমে পূর্ণ নামায আদায়ের হুকুম ১৯৫
- মুসাফিরের নামায ফাসেদ হলে করণীয় ১৯৬
- মুকিমের বাকি নামায পূর্ণ করার পদ্ধতি ১৯৭
- মুসাফিরের নামাযে অযু নষ্ট হয়ে গেলে করণীয় ১৯৮
- মুকিম ব্যক্তি মুসাফির ইমামের সাথে এক রাকাত বা শুধু বৈঠক পেলে করণীয় ১৯৮
- মুসাফিরের ইক্তিদাকারী মাসবুক ১৯৯
- মাসবুকের ওপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হলে করণীয় ২০০

- কাযা নামাযে মুকিমের পেছনে মুসাফিরের ইক্তিদা করা ২০০
- কাযা নামাযে মুসাফির ইমামের ইক্তিদা ২০১
- মুসাফিরের জন্য মুকিম ইমামের পেছনে কাযা নামাযে ইক্তিদা শুদ্ধ না হওয়ার কারণ ২০১
- দূরত্ব কম ভেবে পূর্ণ নামায আদায়ের হুকুম ২০১
- কসর আদায় করার পর জানতে পেল সে মুসাফির নয় ২০২
- মুসাফির ও মুকিমের কাযা নামাযের হুকুম ২০২
- কাযা নামায পড়ার সময় ২০৩
- কাযা নামাযের তারতীব ২০৩
- সাহেবে তারতীব কাকে বলা হয়? ২০৪
- কাযা নামাযের তারতীব কখন রহিত হয়ে যায়? ২০৬
- মুসাফির মেহমানের হকসমূহ ২০৬
- মেহমানকে সম্মান করা ২০৭
- মেহমানের সম্মানে নামায কাযা করা ২০৮
- মেহমানের জন্য শরয়ী দিক নির্দেশনা ২০৮
- মেহমানদারী কত দিন করবে? ২১০
- মেহমানকে স্বাগতম ও বিদায় জানানোর পদ্ধতি ২১১
- বিদায় জানানোর সময় খোদা হাফেয বলা ২১১
- নবীজী সা.-এর সফর থেকে প্রত্যাবর্তন ২১২
- রাতে সফর থেকে না ফেরার উপদেশ ২১২
- সফর থেকে ফেরার সময় পড়ার দুআ ২১৩
- সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে যাওয়ার হুকুম ২১৩
- সফর থেকে ফিরে এসে মুআনাকা করা ২১৪
- মুসাফিরকে অভ্যর্থনা জানানো ২১৫
- সফর থেকে ফিরে এসে হাদিয়া দেয়া ২১৫
- সফর থেকে ফিরে এসে দাওয়াত করা ২১৬
- যে মুসাফির নিজ ঠিকানায় পৌঁছার পরও কসর আদায় করছে ২১৭
- নিজেকে মুসাফির আর দুনিয়াকে অস্থায়ী ঠিকানা মনে কর ২১৭

কসর নামায

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ یَّفْتِنَکُمُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْکٰفِرِیْنَ کَانُوْا لَکُمْ عَدُوًّا مُّبِیْنًا ۝

আর যখন তোমরা যমিনে সফর করবে, তখন তোমাদের সালাত কসর করাতে কোনো দোষ নেই। যদি আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদের ফেতনায় ফেলবে। (সূরা নিসা, ৩ : ১০১)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে বাহ্যিকভাবে বোঝা যায়, শরীয়তে কসর নামাযের বিধান কেবল ভীতিকর অবস্থায় প্রযোজ্য। নিরাপদ সফরে কসর আদায়ের বিধান এ আয়াত থেকে প্রমাণ হয় না। কিন্তু অনেক সহীহ হাদিস এবং ইজমার দ্বারা নিরাপদ সফরেও কসরের বিধান প্রমাণ হয়। যেমন ইয়া'লা ইবনু উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, আমি হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করলাম, 'আমরা তো সফরে নিরাপদেই আছি, তাহলে আমরা কসর আদায় করব কেন?' তিনি বলেন, এ বিষয়টি আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেছেন,

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ

কসরের এ নামায তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ স্বরূপ, সুতরাং তোমরা তাঁর অনুগ্রহকে গ্রহণ কর।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সফরসঙ্গী হতাম, কখনো তিনি সফরে দুরাকাতের বেশি পড়তেন না। আবু বকর, উমর, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুমের আমলও অনুরূপ ছিল।'[২]

[১] *সহীহ*, মুসলিম।
[২] *সহীহ*, মুসলিম; *সহীহ*, বুখারী।

এ বিষয়ে সকলেই একমত। তাছাড়া এ কথাও প্রমাণিত যে, হিজরতের পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় গিয়ে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে মক্কাবাসীদের ইমামতি করেছেন এবং দুরাকাত পড়ে সালাম ফেরানোর পর মুসল্লিদের সম্বোধন করে বলেছেন : 'তোমরা নিজ নিজ নামায পূর্ণ কর, আমি মুসাফির।'

তাছাড়া এ কথাও জেনে রাখা উচিত, কসর শরীয়তের বিধান হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হয়েছে।[৩]

কসর নামায প্রসঙ্গে ইমামদের অভিমত

মুসাফির যখন নিজ গ্রাম বা শহরের বসতি থেকে বের হয়ে যাবে, তার উপর তখন কসর আদায় করা ওয়াজিব। চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযের ক্ষেত্রে দুরাকাত আদায় করাই তার জন্য আবশ্যক। যদি কোনো ব্যক্তি সফর অবস্থায়—যখন তার উপর কসর আদায় করা ওয়াজিব—পূর্ণ চার রাকাত আদায় করে, তবে গুনাহগার হবে এবং সে দুটি ওয়াজিব ছেড়ে দিয়েছে বলে ধরা হবে। প্রথমত কসর আদায়ের ওয়াজিব এবং দ্বিতীয়ত শেষ বৈঠকের পর তৎক্ষণাৎ সালাম ফেরানোর ওয়াজিব।

কেননা মুসাফিরের জন্য প্রথম বৈঠকটিই শেষ বৈঠক। তাই সেই বৈঠকের শেষে তৎক্ষণাৎ সালাম ফেরানো প্রয়োজন ছিল। অথচ সে দাঁড়িয়ে গেছে। এভাবে সে দ্বিতীয় একটি ওয়াজিব ছেড়ে দিল। এখানে জেনে রাখা উচিত, কসরের নামায জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোনো আলেম বা কোনো ইমামের ভিন্নমত নেই। শুধু এতটুকু যে, ইমাম আ'যম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতানুসারে কসর ওয়াজিব। আর ইমাম শাফিয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট উত্তম। অর্থাৎ, কেউ যদি সফর অবস্থায় কসর আদায় না করে, আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযহাব অনুসারে সে গুনাহগার হবে। আর শাফিয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযহাব অনুসারে সে গুনাহগার হবে না, তবে তার এ কাজটি অনুত্তম বলে গণ্য হবে।[৪]

[৩] *মাআরিফুল কুরআন*, ২/৫৩১; *কিতাবুল ফিকহ*, ১/৭৫৮।
[৪] *মাযাহেরে হক*, ২/২২০।